# ধর্মান্তরিত একটি মসজিদের আত্মকথা!

অনুলিখনঃ বনি আমিন

নিজেকে নিয়ে কখনো যে কথা বলতে হবে তা আমি আগে কখনো ভাবিনি। আপনারা হয়তো ভাবছেন প্রাণহীন ইট-সুরকির সমন্বয়ে গড়া একটি অবলা ইমারতের কী-বা বলার থাকতে পারে। আপনারা যা-ই ভাবুননা কেন আমারও কিছু বলার আছে। অনেকদিন ধরেই ভাবছিলাম মুখ খুলবো, কিন্তু নানা কারনে পারিনি। অসহ্য যন্ত্রনায় কাতর আজ আমি বাধ্য হলাম আমার সুখ-দুঃখের কিছু কথা আপনাদেরকে বলার জন্যে। আমি এখন আপনাদের, আপনারাই আমার মালিক, আমার রক্ষক। আমার দেখভাল এর দায়-দায়িত্ব আপনাদের। জানিনা, হাতবদল হয়ে আবার আমাকে একদিন অন্যের কাছে চলে যেতে হবে কিনা? তখন এই অভাগী অবলার না-বলা কথাগুলো নাবলাই থেকে যাবে। তখন কেউ আর জানবেনা কী নিদারুন কষ্ট আর অনিশ্চয়তায় নিদ্রাহীন রজনী আমার পার করতে হয়েছে, গত ষোলটি বছর ধরে। সেই যে, যে বছর থেকে আমার মাথার মুকুটটি ক্রস থেকে বদলে গিয়ে বাঁকা চাঁদ-এ রূপান্তরিত হলো; আমি শান্তির স্বপ্ন দেখে যে বছর ঈশ্বরকে ছেড়ে আল্লাহর পথে এলাম; মনে হচ্ছে ঠিক তখন থেকেই আমার উপর আজাব (নিষ্ঠুর যন্ত্রণা) নাজিল হয়েছে। আমার নাজুক অবস্থা দেখে কুশলকামীরা আজ মন্তব্য করে; আমি 'গজব' ছেড়ে 'আজাব'-এ পড়েছি। একেই হয়তো আপনারা কথ্য ভাষায় বলেন, 'খোলা থেকে চুলায়' পড়া। আমার অবস্থাও আজ হয়েছে তাই।

সর্বাগ্রে আমি আমার জন্মস্থান নিয়ে অতি সংক্ষেপে দুটি কথা বলতে চাই। আমার জন্ম অস্ট্রেলিয়ার বানিজ্যিক রাজধানী সিডনীর কাছাকাছি সেফটন নামক একটি গ্রামে। ভুমি অধিদপ্তর ১৮৩৯ সনে ৩৪০ (তিনশত চল্লিশ ) একরের (১.৪ বর্গ কিঃমিঃ) একটি ভুখন্ড মিঃ জেমস উড নামক একজন ধনবান কৃষককে বরাদ্দ দিয়েছিলেন। মালিকানা প্রাপ্তির পর জেমস উড উক্ত স্থানটির নাম দিয়েছিলেন 'সেফটন পার্ক'। সেফটন নামটি ইংল্যান্ডের ম্যার্সেসাইড জেলার অন্তর্গত সেফটন গ্রামেরই প্রতিফলন। উল্লেখ্য ১৯৫২ সনে বিখ্যাত প্রপার্টিগ্রুপ স্টকল্যান্ড এর জন্ম এই সেফটনেই। ভুমিজরিপ অধিদপ্তর উক্ত স্থানটিকে সার্বডিভিশন করার আগ পর্যন্ত সেফটন এলাকাটি মুলত খোলা হাট-বাজার, হাঁস মুরগীর খামার ও ফলের বাগান হিসেবেই পরিচিত ছিল। তখন সেফটনে তেমন কোন জনবসতি ছিলনা। সেফটন পল্লী থেকে সিডনী শহরে যেতে তখন প্রায় পুরোদিনই লেগে যেত। তখন আধুনিকতার এত বেগ ছিলনা ঠিকই, তবে মানুষের মনে আবেগ ছিল অনেক। অস্ট্রেলিয়ার আধুনিক সমাজ ব্যবস্থা যেমন ক্লাবভিত্তিক ঠিক তখনকার সমাজব্যবস্থা ছিল গীর্জাভিত্তিক। আপনাদের ধর্মভিত্তিক সোনারদেশে মোড়ে-মোড়ে যেভাবে মসজিদ তৈরি হয়েছে-হচ্ছে ঠিক সেকালে অস্ট্রেলিয়াতেও পাড়ায়-পাড়ায় গীর্জা গড়ার হিড়িক ছিল এবং গোধুলীর শেষ লগ্নে ঝিঁ-ঝিঁ পোকার ডাকের সাথে সুর মিলিয়ে বাড়ী-বাড়ী সজোরে বাইবেল পাঠ হতো। ঠিক সেই সময়টিতে সেফটন ও চেষ্টারহীল এলাকার কয়েকটি প্রেসবিটেরীয়ান খৃষ্টান পরিবার তাদের এলাকায় একটি গীর্জা প্রতিষ্ঠার জন্যে স্থান খুঁজতে শুরু করেন। সে মোতাবেক ১৯৪৯ সনের ১৮ইই ডিসেম্বর তারা এই স্থানটি খরিদ করেন, অর্থাৎ যেখানে আজ আমি দাঁড়িয়ে আছি। জায়গা খরিদের এক সপ্তাহের মধ্যে সুবৃহৎ তেরপল টাঙিয়ে উপাসকরা একটি তাঁবুতে ২৫শে ডিসেম্বর যিশু খৃষ্টের জন্ম উৎসব পালন করে। ঠিক তার এগারো মাস

আমার পাশের গ্রাম ফেয়ারফীল্ড এর রেলওয়ে ষ্টেশন ১৮৯৪

পর ১৯৫০ সনের ১১ই নভেম্বর উক্ত স্থানটিতে ঢেউটিন ও কিছু কাঠের তক্তা দিয়ে তারা একটি অস্থায়ী গীর্জা তৈরী করেন। তারপর সম্মিলিত উদ্যোগে ব্যক্তিগত দান ও খয়রাতগুলো সংগ্রহ করে উপাসকরা ১৫ই মে ১৯৫৪ সনে গীর্জার জন্যে ইমারত তৈরীর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করে। অতপর একই বছর (১৯৫৪) ২৮শে আগস্ট আনুষ্ঠানিকতার সাথে গীর্জাটির অবয়ব উম্মোচন করা হয়। অর্থাৎ আমি তখন একটি পুর্নাঙ্গা শিশু গীর্জা হয়ে ধরাধামে আর্বিভুত হলাম।

প্রেসবিটেরীয়ানরা সনাতন খৃষ্টানদের (রোমান ক্যাথলিক) কাছে বিভীষন বলেই আখ্যায়ীত ছিল, যারফলে তখন তাদেরকে অনেক অনাচার ও তিরষ্কার সইতে হয়েছিল। তবুও তাঁরা আসতো দলবেঁধে, সপরিবারে; আমার বুকে উপাসনা করতে। নির্বাচিত একজন মিনিষ্টার, একজন রেভারেন্ড ও কয়েকজন এলডারস তখন আমাকে প্রতিপালন করতো। তাদের প্রায় সকলেই সৎ ও নির্লোভ ছিল। উপাসকদের পদধ্বনিতে আমি তখন মুখরিত হতাম, পিতামাতার সাথে নিস্পাপ ও কোমলমতি শিশুরা যখন গীর্জায় প্রার্থনা করতে আসতো আমি তখন আনন্দে উদ্বেলিত হতাম। শান্তিপ্রিয় ও নির্বিবাদ গোত্র বলে পরিচিত প্রেসবিটেরিয়ানরা প্রভু যীশুর মুল আদর্শে বিশ্বাসী ছিল তখন, কেউ এক গালে চড় দিলে অন্য গালটি বিনয়ের সাথে তারা বাড়িয়ে দিত শত্রুপক্ষকে। তেমন উদার ও শান্ত গোত্রটির মাঝেও তখন কিছু দুষ্টুলোক বা ‘শয়তানের এজেন্ট’ ছিল। আমি তাদের চিনতাম, দেখতাম। তাদের অন্যায় আচরণ দেখে আমার খুব রাগ হতো। মনে হতো আমার শরীর থেকে এক-একটা ইট খুলে আমি ওদের মাথা ফাটিয়ে দেই। কিন্তু পারিনি, যেমনটি এখনো পারছিনা। কালের সাক্ষী হয়ে আমার বুকে ঘটে যাওয়া অনেক কিছুই আমি দেখেছি, শুনেছি, কিন্তু নিরূপায়। আমি যে জন্ম-নির্বাক! দীর্ঘ প্রতিক্ষার পর রক্ত মাংসে গড়া একজন মানব সন্তানের সন্ধান আমি পেলাম, যিনি আমার নির্বাক-ভাষা বোঝেন, যার মাধ্যমে আমি আজ আমার কথাগুলো আপনাদের বলছি।

বটগাছের ঝুরি ধরে চপল শিশু ও শাখামৃগরা যেমন ঝুলতে পছন্দ করে ঠিক তেমনি বকধার্মিকদের দাঁড়ি ধরে শয়তানরাও ঝুলে আনন্দ করে থাকে। অর্থাৎ ভন্ড উপাসকের দাঁড়ি যত লম্বা হয় শয়তান তাতে ঝুলে দোল খেতে ততই মজা পায়। বিচিত্র এদের চরিত্র, এরা মুখে বলে একটি, কাজ করে আরেকটি। আর তাই একটি জীবন্ত শয়তানকে আমি বিশ্বাস করলেও একজন শ্মশ্রুধারী-ধার্মিককে সহজেই আমি বিশ্বাস করিনা। তার লক্ষ-কোটি কারণ আছে, তবে একটি এখন বলছি। গীর্জার প্রতিপালকদের একজন শ্মশ্রুধারী বকধার্মিক ১৯৫৯ সনের ১৩ই সেপ্টেম্বর রবিবার সন্ধ্যায় একজন নাবালক শিশুকে আমার বুকে একা পেয়ে বলৎকার করতে চেষ্টা করে। সন্ত্রস্থ শিশুটির আর্তনাদ শুনে আমি তখন সইতে পারিনি, তাই একজন এলডার্সকে দিয়ে তখন গীর্জার ঘন্টা পিটিয়ে লোক জড় করে আমি শিশুটিকে উদ্ধার করেছিলাম। আমাকে সুরক্ষা ও প্রতিপালন করা কমিটির মাঝে ১৯৬৫ সনে একবার ভুলবশতঃ একজন মদ্যপ মাতালকে নির্বাচন করা হয়েছিল, সংখ্যাগরিষ্ঠদের প্রতিবাদে বিষয়টি তাৎক্ষনিক সংশোধন করা হলেও ভদ্রবেশী শ্মশ্রুধারী একজন নীরব-ব্যভিচারীকে কারো পক্ষে কখনো সনাক্ত করা সম্ভব হয়নি। আর-ও একজন সমকামী যিনি দীর্ঘদিন আমার প্রতিপালন কমিটিতে নিযুক্ত ছিলেন এবং গীর্জার অনেক গুরুত্বপুর্ন সিদ্ধান্তে নির্দিধায় তার মন্তব্য সম্মান পেত, তাকেও কোনদিন কেউ আঙ্গুল তুলে সনাক্ত করতে সাহস পায়নি। সে যাহোক ধীরে ধীরে অষ্ট্রেলিয়ার ‘বেগ’প্রাপ্ত সমাজব্যবস্থা মানুষের মন থেকে ‘আবেগ’ কেড়ে নিল। ‘গতিপ্রাপ্ত’ মানুষরা গীর্জায় আসা যাওয়ার গতি কমিয়ে দিল, আমার বুক খাঁ-খাঁ করতে লাগলো। মনের কষ্টে ও একাকিত্বে আমি তখন গাইতাম ‘শুন্য এ বুকে পাখী মোর আয় ফিরে আয়, ফিরে আয়’। কিন্তু কেউ আসতো না, আমার নিরব কান্নাও কেউ শুনতো না। আমার দরোজা ও জানালাগুলো খোলা হতোনা সহজে, যারফলে আট দশকের প্রারম্ভ থেকেই আমি শ্বাসকষ্টে ভুগতে শুরু করি। শেষপর্যন্ত আমি যখন মুমুর্ষপ্রায় ঠিক তখনি প্রেসবিটেরিয়ানদের কেন্দ্রীয় কমিটি অব্যবহৃত হওয়ার কারনে আমাকে বাজারে তোলার সিদ্ধান্ত নেয়। আমাকে খরিদ করার জন্যে বিভিন্ন সম্প্রদায় ও গোত্রের লোকেরা আগ্রহ প্রকাশ করেছিল। ভিলাউডের হিউম-হাইওয়ে ও উডভীল্ড রাস্তার মোড়ের সেই ক্লাবটির মত আমাকেও নাইট-ক্লাব করার জন্যে খরিদ করতে একটি ব্যবসায়ী

গোষ্ঠি এগিয়ে আসে। প্রেসবিটেরীয়ানরা তাদের ধৃষ্ঠতামুলক আগ্রহ দেখে অবাক হন। আফ্রিকান কৃষ্ণাঙ্গা একটি খৃষ্টান গোত্র আমাকে তাদের গীর্জা হিসেবে খরিদ করতে অনেক চেষ্টা করেছিল। শেষপর্যন্ত বাংলাদেশী মুসলমানরা ১৯৯৫ সনে আমাকে ২ লক্ষ ৬৯ হাজার ডলারে প্রেসবিটেরিয়ানদের কাছ থেকে খরিদ করে নেয়। আমি জন্মগত একটি খৃষ্টান-ইমারত হলেও মালিকানা সুত্রে আমি মুসলমানদের হাতে চলে গেলাম। আমার গম্বুজে দীর্ঘদিনের শোভাপ্রাপ্ত যীশুখৃষ্টের ক্রুসটি সরিয়ে ইসলামের প্রতীক 'বাঁকা চাঁদ' ঝুলিয়ে দেয়া হলো। আমি তাতে অনুতপ্ত হইনি। কারন ওরা দাবী করে 'ইসলাম' অর্থ 'শান্তি', আর শান্তিপ্রিয়রা এখন থেকে আমার বুকে আসবে, আমি তাদের শান্তির বানী শুনবো, আমার বুকের প্রতিটি ইট ওদের ভালোবাসায় 'আল্লাহু-আল্লাহু' জিকির করবে, আমি আনন্দে পুলকিত হলাম। উল্লেখ্য সেফটন এলাকায় হাতেগোনা কিছু লেবানিজ মুসলমান এবং আমাকে মসজিদে রূপান্তরিত করার রূপকার, সেই ডক্টরেট মাওলানা, ছাড়া আর কোন মুসলমান পরিবার তখন ছিলনা। বাংলাদেশী-মুসলমানে হীলসডেল ও ইষ্টলেকস তখন গিজ-গিজ করছিল, তবুও কেন মুসলমান-মরু এই সেফটনে আমাকে খরিদ করে মসজিদ বানানো হলো তা আমার চেয়ে আপনাদেরই বেশী জানার কথা। সে যাহোক, আমি ধানবানতে শিবের গীত না গেয়ে বরং মুল কথায় আসি।

আমাকে খরিদ করার পরে মসজিদ প্রতিপালনের জন্যে বাংলাদেশীরা যখন কমিটি গঠন করেছিল তখনই আমি একটু-একটু অশান্তির আঁচ পেতে লাগলাম। ভাল ও সাদামনের মানুষদের পাশাপাশি কিছু মন্দলোকও তখন কমিটিতে ঢুকে গিয়েছিল। যারফলে ষড়যন্ত্র ও অশান্তির ভ্রুণ গোড়াতেই গ্রোথিত হয়। তখন থেকে প্রায়ই নানরকম সমস্যা লেগে থাকতো। আমার বুকে এসে শান্তি চর্চা এবং আল্লাহকে স্মরণ করার চেয়ে কমিটির অনেকে বৈষয়িক বিষয়ে মেধা চর্চা করতে থাকেন। আর তারই ফলশ্রুতিতে মসজিদ কমিটি বাংলাদেশ থেকে আমার জন্যে একজন ইমাম আনার মত একটি ভুল ও জঘন্য সিদ্ধান্ত তখন গ্রহন করেন। উক্ত প্রক্রিয়ার সকল গোমর বহু বছর আগেই ফাঁস হয়ে গেছে বলে মনে করি।

সিডনীতে এতো-এতো জিন্দা মুসলমান থাকা সত্বেও দেশ থেকে একজন স্থায়ী ইমাম আনার বিজ্ঞাপন দেয়া হয়। সে মোতাবেক তথাকথিত 'ইন্টারভিউ'র নামে গান্দাফীর দেশ থেকে শিক্ষাগ্রহনকারী একজন ইমামকে বাংলাদেশ থেকে আনা হয়। উক্ত ইমাম অস্থায়ী ভিসা নিয়ে মসজিদ কমিটির সাথে চুক্তিবদ্ধ হয়ে স্বপরিবারে অষ্ট্রেলিয়াতে আসেন। আমার আশা ছিল একজন শিক্ষিত ও ঈমানদার(!) ইমাম আমার বুকে ইসলামের আলো ছড়াবে, বিপথগামী প্রবাসী বাংলাদেশীদেরকে আলোর পথ দেখাবে। পাঞ্জেগানা নামাজ পড়া যে ইমাম বেগানা পুরুষের কর্নকুহরে অচেনা নারীর কণ্ঠ প্রবেশকে ছগিরা গুন্হা বলে সর্বদা বয়ান করেন, যে ইমাম এমনকি পাসপোর্ট ও ভিসার জন্যে ছবি তোলাকেও হারাম আখ্যায়িত করেন তাকে পেয়ে আমি কিছুটা আতঙ্কিত হলেও একটু-একটু ভরসা করতে চেষ্টা করলাম। কিন্তু পরবর্তিতে ইমাম অমরের গোমর বুঝতে পেরে আমি বড়ই মর্মাহত হলাম, বুঝলাম তাকে ভরসা করা ছিল সম্পুর্ন বেহুদা। কারন উক্ত ইমাম অষ্ট্রেলিয়াতে পা রেখে 'সোশ্যাল সিকিউরিটি'র দরোজাটির খবর নিয়েছিলেন সর্বাগ্রে। তিনি ইসলাম ও দ্বীনের সেবার চেয়ে নিজের আখের গোছানোতেই মনোনিবেশ করেছিলেন বেশী। তার অস্থায়ী ভিসাকে কীভাবে স্থায়ী করা যায় এবং কত দ্রুত আমার প্রতিপালক কমিটির চুক্তির 'গ্যাঁড়াকল' থেকে বের হওয়া যায় সে প্রচেষ্টায় অষ্ট্রেলিয়াতে পদার্পনের দুমাসের মধ্যেই উকিল-কাচারীতে তিনি দৌড়াদৌড়ি শুরু করেন। ইহলোকের চুক্তি থেকে 'অমর' নিস্কৃতী পেলেও পরলোকের মালিক আল্লাহকে হাসরের ময়দানে তিনি কী জবাব দেবেন? উক্ত কপট ইমামের ধুর্ততায় আমি হতভম্ব হই। মুসলমানের হাতে আসার পর সেটাই ছিল আমার প্রথম হোঁচট। আর তখন থেকেই আমি ভাবি শ্মশ্রুধারী-হুজুর ও শয়তানের সাথে এত মিল কেন? শুনেছি 'অমর' ইমাম এখন নাকি একজন বিজ্ঞ ইসলামবেত্তা এবং সিডনীতে ঘুরে-ঘুরে 'শান্তি'র বানী শুনায় এবং 'পথভ্রষ্ট'দের নছিহত করেন। বিশেষ করে রমজান মাসে তার ব্যস্ততা বেড়ে যায় বেশী। বিভিন্ন অনুষ্ঠানে তার বয়ান ও ইসলামিক-জজ্বা শুনে এদেশে তার আগমনের গল্প-জানা অনেক শ্রোতা মুচকি হাসেন আর ধিক্কার দেন তথাকথিত এধারার 'ইসলাম'কে। আমি মনে করি ধর্ম নয় বরং

ব্যক্তি চরিত্রই মুখ্য। বুঝলাম রুটি-রুজির তাগিদে একজন শয়তানও ইমাম হতে পারে। তবে একজন আল্‌হাজ্ব এবং দাঁড়িওয়ালা ইমাম নিজেই যখন চোর হয় এবং শিশু ধর্ষক হয় অথবা সমকামি হিসেবে পুরুষ (বেহেস্তের গেলেমান) খুঁজে বেড়ায় তখন সত্যি 'আল্লাহ'র অস্তিত্বই বোঝা যায়না। [টোকামারুন]

আমার অস্তিত্ব নিয়েও এদিকে ব্যাঙ্কসটাউন কাউন্সিলের সাথে বেশ কয়েকবছর আমার প্রতিপালকদের মামলা চলে। কারণ কাউন্সিল কর্তৃপক্ষ ক্রুসের স্থলে আমার মুকুটের বাঁকা চাঁদটিকে বাঁকা চোখেই দেখেছিলেন। মামলা চালাতে মুক্তহস্তে প্রদত্ত দান-খয়রাতের বাক্স থেকে হাজার-হাজার ডলার খসে যায় তখন। শেষ পর্যন্ত চন্দ্র পক্ষরাই জিতে। ভেবেছিলাম এবার বুঝি কিছুটা শান্তির মুখ দেখবো, সকল অশান্তি ও আজাব বুঝি ঝেঁটিয়ে বিদেয় হলো। কিন্তু না, আমি ভাবি এক, হয় আরেক। সুখ সইলো না, 'আমার কপাল অনলেই পুড়িতে লাগিল'। প্রথমবারের ফটকা ইমামের চাতুরাতায় খটকা খেয়ে আমার প্রতিপালক কমিটি পুনরায় আরেকজন ইমাম খুঁজতে হ্যারিকেন নিয়ে মাঠে নেমে পড়েন। দ্বিতিয় ইমাম আসার আগ পর্যন্ত সিডনী থেকেই কয়েকজন 'ছুটা-ইমাম' দিয়ে ইমামতির কাজ চলে। নকল করে সার্টিফিকেট অর্জন করা যায় তবে সে মেধায় বেশীদুর আগানো যায়না প্রবাদটি কমিটির অর্ন্তভুক্ত কিছু 'শিক্ষিত' সদস্য পুনরায় প্রমানিত করলেন। ভুল প্রক্রিয়ায় পুনরায় ভারতের দেওবন্দ মাদ্রাসায় শিক্ষিত একজন বাংলাদেশী ইমামকে অস্থায়ী ভিসায় আমার জন্যে আনা হলো। উক্ত ইমামও আল্লাহ্‌র নামে কসম করে এবং আইনগত চুক্তিবন্ধ হয়ে আমার বুকে ইসলামের আলো ছড়াতে সিডনীতে আসেন। কিন্তু কয়েকমাস যেতে না যেতে সেই কসম খাওয়া ইমাম কাছেমী'ও আমাকে ধোকা দেয়ার জন্যে পাঁয়তারা শুরু করলো। তিনিও তার অস্থায়ী ভিসাকে স্থায়ী করার জন্যে কসমের পথ থেকে সরে যেতে নানা নাটক সৃষ্টি করলেন। কাছিমের দায়িত্ব পালনে অনিয়ম ও স্বেচ্ছাচারিতায় পক্ষ-বিপক্ষ হয়ে আমার প্রতিপালক কমিটি বিভক্ত হয়ে যায়। কমিটি অর্ন্তদ্বন্দে জড়িয়ে পড়েন, হামলা হলো, মামলা হলো, আমার প্রাঞ্জান উত্তপ্ত হলো। ইমাম কাছেমী শেষাব্দি আমার বুকে নামাজ পড়ানোর চেয়ে নিশিরাতে 'টেক্সি' চালানোতে মনোনিবেশ করলেন। আর তাই অনেকে কটুক্তি করে তাকে তখন 'টেক্সি ইমাম' বলেও আখ্যায়িত করেছিল। কাছেমী তার ভিসাটিকে পোক্ত করে আমাকে দাগা দিয়ে চলে গেল। আমি পুনরায় অভাগী তালাকপ্রাপ্তার মতো পরিত্যক্ত হলাম। সে থেকে অদ্যাব্দি আমার বুকে ঠিকমত নামাজ পড়ানো হয়না, সহজে কোন বাংলাদেশী মুসলমানও আমার বুকে আসতে চায়না। এমনকি পবিত্র শুক্রবারেও অন্য কমিউনিটি থেকে ধার করা ইমাম দিয়ে নামাজ পড়াতে হয়। ধার করা দুধে শিশু বাঁচেনা, একথা ওরা বুঝবে কবে!! একই পদ্ধতিতে আরেকজন ইমাম আনার পাঁয়তার নাকি এখন চলছে শুনলাম, অমর গেল, কাছিম গেল, দেখি এবার কোন্ ভ্রোমর আসে আমাকে উদ্ধার করতে।

গরীবের সুন্দরী কন্যটির মত অবস্থা হয়েছে আমার। লোভাতুর হায়েনা সকলেই আমাকে পেতে চায়, আর তাই ষড়যন্ত্র লেগেই থাকলো। এরি মধ্যে আমি বাংলাদেশীদের হাতে থাকবো নাকি সার্বজনীন মুসলমানদের হাতে চলে যাবো সে বিতর্ক নিয়েও বছর কয়েক নিজেদের মধ্যে মামলা চললো। দ্বীনের আশেক ও ধর্মভিরুদের দান-খয়রাতের সঞ্চয় থেকে কোর্ট-কাচারী করে পুনরায় আরো ৭৪ হাজার ডলার খসে গেল। বিনিময়ে আমি বাংলাদেশীদের হাতেই রয়ে গেলাম। আমি তাতে আনন্দিত, উদ্বেলিত। কারন বাংলাদেশীদের কষ্টার্জিত উপার্জনে প্রতিষ্ঠিত অস্ট্রেলিয়ায় তাদের প্রথম মসজিদ হয়ে থাকতে পেরে আমি ধন্য। কিন্তু অভাগীর কপালে সুখ সয়না। আমাকে কারা পরিচালনা করবে, আমি কোন্ জেলার লোকদের হাতে থাকবো, কোন ধারার মুসলমানরা আমাকে দেখভাল করবে, মারফতি না খেলাফতি লোক, সাফেয়ী না হাম্বেলী, হানেফী না মালেকী ইমামের লোক! দ্বন্দ লেগেই থাকলো। প্রতি বছর পরিচালনা কমিটির নির্বাচনের নামে আমার বুকে প্রচুর অনাচার হয়েছে, ষড়যন্ত্র হচ্ছে। আমি সবি দেখেছি, ধর্মের দোহাই দিয়ে একজন আরেকজনের উপর প্রতিনিয়ত চড়াও হচ্ছে। প্রয়োজনে অন্য কমিউনিটি থেকে ভাড়া করা ইসলামিক-গুন্ডা (লাইসেন্সহীন মুসলিম সিকিউরিটি গার্ড) দিয়ে এক পক্ষ আরেক পক্ষকে সন্ত্রস্থ করছে। আমি এখন একটু-একটু বুঝতে চেষ্টা করছি সিডনীতে প্রায় ৪০ হাজার বাংলাদেশী মুসলমান অথচ আমার সাথে সদস্য হিসেবে নিবন্ধিত আছে মাত্র ২৫০

জন! চিন্তা করি কেন ইসলামের চার খলিফার তিন খলিফাই নিহত হয়েছিলেন! হযরত আলীকে কি নিষ্ঠুরভাবেইনা মসজিদে হত্যা করা হয়েছিল, বাইরের লোক নয়, নিজেরাই সে কাজটি করেছিলেন। হাসান-হোসেনও নির্মমভাবে খুন হয়েছিলেন তাঁর জ্ঞাতি গোষ্ঠির হাতেই। ইসলামের শিক্ষানীতি ও আদর্শে কী এমন নেয়ামত আছে যা মানুষের রক্তকে গরম করে, মস্তিষ্কের স্নায়ুতন্ত্রগুলোকে সর্বদা উত্তেজিত রাখে? গোটা বিশ্বে ইসলামের অবস্থা আজ এত নাজুক কেন? গভীর-জ্ঞানী এ প্রশ্নের উত্তর আমি জানিনা, কারন ধর্মান্তরিত হয়েছি মাত্র ১৬ বছর হলো, অল্পসময়ে এতো কিছু জানবো কিভাবে?

চলতি অর্থ-বছরের কমিটি অনেকটা শেষের দিকে, জুলাই মাসে নির্বাচন হবে শুনছিলাম। আগের সভাপতি নাকি মামলায় বেহিসেবী খরচা করে সঞ্চয় ভান্ডারকে ফুটো করে দিয়ে গেছেন। সেই ফুটোকে বন্ধ করে বর্তমান সভাপতি ও তার সাথে সাদামনের কিছু সহযোগীরা নাকি সেই ভান্ডারকে পুনরায় পরিপুর্ন করেছেন। ব্যক্তিগত আক্রোশে দগ্ধ হয়ে এরি মধ্যে কমিটির ভেতরেই দ্বন্দ লেগে গেল। এক পক্ষ আরেক পক্ষের উপর অনাস্থা আনলো, মামলা হলো। কিছু টাকা-পয়সার শ্রাদ্ধও হয়ে গেল। দফায় দফায় আমার বুকে পক্ষ-প্রতিপক্ষ মিটিং ডাকলো, পুলিশ ডাকলো, একে অপরকে শাসালো। আমি আতঙ্কিত হই ওদের আচরণে। ধীরে ধীরে বুঝলাম কেন আমার বুকে বাংলাদেশী ভবিষ্যৎ প্রজন্মের মুসলমান-শিশুদের আমি দেখতে পাইনা, কেন ওরা আসতে চায়না! বাবা-কাকুদের ঝগড়ায় ওরা আসলে বিরক্ত। আতঙ্ক ঘেরা স্থানে ত্রাস থাকতে পারে, শান্তি আসতে পারেনা।

আমার প্রতিপালক কমিটির সকল সদস্যই মন্দ নয়, অনেককেই আমার পছন্দ, হয়ত আল্লাহরো পছন্দ। কিন্তু তাদের সাথে লুকিয়ে থাকা দুষ্টু লোকগুলোই যত নষ্টের মুল। এদের নজর সর্বদা ঐ সঞ্চিত ভান্ডারের দিকে। কি মধু আছে আমার বুকে, কিসের লোভে কুমীরের একটি ছানার মতো ঘুরে ঘুরে মার্কামারা ঐ লোকগুলোই কমিটিতে আসবে? কতবার আসবে? এর জবাব কে দেবে? এরা কমিউনিটির চিহ্নিত নষ্টলোক, এদেরকে সকলেই চেনেন, তবুও এশ্রেনীর লোকগুলো যখন আমাকে প্রতিপালন করতে দেখি আমার বড়ই কষ্ট হয়। আমাকে যে ব্যক্তিরা পরিচালনা করেছিলেন এবং এখনো করছেন সেই কমিটিগুলোতে সমকামী, গঞ্জিকা-সেবক, মদ্যপ, খুনী ও ব্যভিচারী হরেক পদের মানুষ আমি দেখি। তাদের কাছ থেকে আমি কী সেবা আশা করতে পারি? আমি এমনো সদস্য দেখি যিনি পবিত্র আবে জম্‌জম্‌ কুয়ার পানি মিশিয়ে প্রতিনিয়ত শরাব সেবন করেন, মুখে শরাবন-তহুরার ঘ্রান নিয়ে মিটিংয়ে আসেন। এমনো ব্যক্তি দেখি যার আয়, ব্যায় ও সঞ্চয়ের কোন মিল নেই, স্বল্প আয় দেখিয়ে নিয়মিত সরকারী ভাতা খায়। কেউ কেউ ট্যাক্স এবং টেক্সি শব্দদ্বয়ের উচ্চারন কাছাকাছি বলে প্রায়ই গুলিয়ে ফেলেন, অথচ হারাম ও হালালের জজ্‌বা দিয়ে প্রবাসী সমাজকে প্রতিনিয়ত এফোঁড় ওফোঁড় করে দিচ্ছেন। কার্যকরী কমিটিতে এমন-ও সদস্য আমি দেখি যার বিরুদ্ধে তারই ঔরসজাত একমাত্র নাবালিকা কন্যার শ্লীলতাহানীর অভিযোগ ছিল, যে মামলাটি সিডনীতে চলেছিল অনেক বছর ধরে। কমিটির ভেতরে সমকামীদেরও অবস্থান দেখি যারা নিজেদেরকে সমকামী প্রমানিত করেই এদেশে রেসিডেন্সি পেয়েছিল। আমি এসকল লোকগুলোর গায়ের দুর্গন্ধে অতিষ্ঠ, আমার বুকে ওদের পদচারনা দেখে আমি বুকফাটা আর্তনাদ করি, কিন্তু সে কান্না কেউ শোনেনি/শুনছেনা।

হারানো স্মৃতি মনে করে আমি এখন শুধু ভাবি ক্রুস ছেড়ে চাঁদে এসে আমি এ-কোন ফাঁদে পড়লাম। আন্তঃকলহ ও ঘন-ঘন মামলার খরচে আমি মেরুদন্ডহীন কেঁচো হয়েই পড়ে রইলাম, কখনো সোজা হতে পারলামনা। সাপ হলেও ভালো হতো, মেরুদন্ড থাকতো, যেহাতে ওরা অর্থ বেহাত করে, প্রয়োজনে আমার বিষধর দাঁত দিয়ে ওদের সেই দুষ্ট হাতের কব্জির মুল শিরাতে আমি ছোবল দিতাম। বাঁচিয়ে দিতাম নষ্টদের হাত থেকে সাধু ও শিষ্ঠদেরকে। জানিনা সেদিন কবে আসবে, কে আমাকে নিয়ে যাবে আলোর পথে, কে দেবে আমায় আশা, ভরসা ও বুকভরা ভালোবাসা।

অনুলিখনঃ বনি আমিন, সিডনী, ২১/০৬/২০১১

বিবাদে লিপ্ত বর্তমান কমিটির সচিত্র কিছু কার্যক্রম দেখার জন্যে এখানে টোকামারুন।